অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 68-74
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.009

OTT SERIES O BHARATIYA SANSKRITI : UPOSTHAPANA,SANSKRITIR MISHRAN EBONG ANCHALIK PORICHAYER EK SAMAKALIN ODHOYAN / ওটিটি সিরিজ ও ভারতীয় সংস্কৃতি: উপস্থাপনা, সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের এক সমকালীন অধ্যয়ন

ARIJIT GHOSH / অরিজিৎ ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Email: ari.nsou@gmail.com

Accepted: 06.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ভারতীয় সংস্কৃতি, ওয়েব সিরিজ, সাংস্কৃতিক সংকরায়ণ, আঞ্চলিক পরিচয়, প্রতিনিধিত্ব, হৈচৈ, কোমল শক্তি, ডিজিটাল বিনোদন।

Abstract:

গত দশ বছরে ভারতের গণমাধ্যমে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। আগে মানুষ মূলত সিনেমা হল বা টেলিভিশনের নির্দিষ্ট সময়ের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করত। কিন্তু এখন ওটিটির মাধ্যমে দর্শক নিজের পছন্দমতো, নিজের সুবিধামতো নানা ধরনের কনটেন্ট দেখতে পারছে। তবে এই পরিবর্তন শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ, ভাষা, পরিচয় এবং মূল্যবোধকেও নতুনভাবে তুলে ধরছে। এই প্রবন্ধে 'পঞ্চায়েত', 'পাতাল লোক', 'হীরামন্ডি', 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' এবং বাংলা সিরিজ 'ডাইনি' ও 'ভোগ'-এর মতো জনপ্রিয় সিরিজের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে ওটিটি সমাজের নানা দিক সামনে আনছে। এই মাধ্যমে গ্রামের জীবন, প্রান্তিক মানুষের কথা, জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের মতো বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ, বিতর্ক এবং নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও উঠে আসছে।

প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হল—ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু পাশ্চাত্য বা বিশ্ব সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে না। বরং এখানে ভারতীয় স্থানীয় সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়নের মধ্যে এক ধরনের আদান-প্রদান ও মিশ্রণ তৈরি হচ্ছে।

Discussion:

বিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতীয় সমাজে গণমাধ্যমের ধরন অনেক বদলেছে। প্রথমে মানুষ সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করত। তারপর এল বেতার, টেলিভিশন এবং পরে ইন্টারনেট। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়ো, জিয়োহটস্টার, সোনিলিভ এবং হৈচৈ-এর মতো প্ল্যাটফর্ম দর্শকদের দেখার অভ্যাস বদলে দিয়েছে। আগে টেলিভিশনে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান দেখতে হত বা সিনেমা হলে যেতে হত। এখন মানুষ নিজের সময় ও পছন্দ অনুযায়ী মোবাইল, টিভি বা ল্যাপটপে কনটেন্ট দেখতে পারে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে ওটিটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তখন প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ ছিল এবং মানুষ বাড়িতে ছিল। সেই সময় ওটিটি বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই একটানা অনেক এপিসোড দেখার অভ্যাস, অর্থাৎ 'বিঞ্জ ওয়াচিং', ভারতীয় পরিবারের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ওটিটি গ্রাহক ও দর্শকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালে দেশের ওটিটি বাজারের মূল্য ছিল প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা। যা ২০২৭ সালের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি অতিক্রম করতে পারে।[১] তবে এই বৃদ্ধি শুধু ব্যবসার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ, মূল্যবোধ এবং মানুষের ভাবনাকেও প্রভাবিত করছে। এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে—ওটিটি কি ভারতীয় সংস্কৃতিকে নতুনভাবে দেখাচ্ছে, নাকি সেটিকে বদলে দিচ্ছে? কখনও কখনও কি তা সংস্কৃতিকে ভুলভাবে বা বিকৃতভাবে তুলে ধরছে?

এই প্রবন্ধে কয়েকটি জনপ্রিয় সমকালীন সিরিজের মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মূলত গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সিরিজগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা শুধু গণমাধ্যম নিয়ে নয়। এটি সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব এবং যোগাযোগ-বিদ্যার সঙ্গেও যুক্ত। কারণ ওটিটি আজ শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়। এটি প্রযুক্তি, ব্যবসা এবং সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। তাই ওটিটি বিশ্লেষণ করতে গেলে তার শিল্পগুণ, অর্থনৈতিক দিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব—সবকিছুই বিবেচনা করা দরকার। এই প্রবন্ধে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, একুশ শতকের ভারতীয় পরিচয় কীভাবে ওটিটির পর্দায় তৈরি হচ্ছে, বদলাচ্ছে এবং বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠছে।

১

ওটিটি: ধারণা, বিস্তার ও ভারতীয় প্রেক্ষাপট

'ওভার-দ্য-টপ' বা ওটিটি বলতে এমন একটি পরিষেবাকে বোঝায়, যেখানে টেলিভিশন বা কেবল নেটওয়ার্কের বদলে সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিয়ো-ভিডিয়ো কনটেন্ট দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। ওটিটির তিনটি বড় বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, দর্শক নিজের সুবিধামতো যে কোনো সময় কনটেন্ট দেখতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিজের পছন্দ অনুযায়ী অনুষ্ঠান, সিনেমা বা সিরিজ বেছে নিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক সময় এটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে পাওয়া যায়।[২] টেলিভিশনে একই অনুষ্ঠান একসঙ্গে বহু মানুষের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু ওটিটিতে প্রত্যেক দর্শকের জন্য আলাদা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। অ্যালগরিদম দর্শকের পছন্দ বুঝে তার সামনে সেই ধরনের কনটেন্ট দেখায়। তাই দর্শক এখন আর শুধু দেখার মানুষ নন; তিনি কী দেখবেন, কখন দেখবেন, কোথায় থামাবেন বা আবার দেখবেন—সবকিছু নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই কারণেই ওটিটি সাংস্কৃতিকভাবে এত প্রভাবশালী

হয়ে উঠেছে। ভারতের ক্ষেত্রে ওটিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আঞ্চলিক ভাষার প্রসার। আগে মনে করা হত, ডিজিটাল বিনোদন মূলত বড় শহরের ইংরেজি বা হিন্দিভাষী শিক্ষিত দর্শকদের জন্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতে ওটিটি দেখার বড় অংশই আসে আঞ্চলিক ভাষার কনটেন্ট থেকে।[৩] অর্থাৎ ওটিটি এখন শুধু মহানগরের নয়, ছোট শহর ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরও মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সরকারের 'ভাষিণী'-র মতো প্রকল্পও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ডিজিটাল পরিষেবা সহজ করার চেষ্টা করছে। এর ফলে আঞ্চলিক ভাষার কনটেন্ট আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে।[১]

ওটিটি মানুষের দেখার অভ্যাসও বদলে দিয়েছে। আগে টেলিভিশনে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান দেখার অভ্যাস ছিল। অনেক সময় পরিবার একসঙ্গে বসে অনুষ্ঠান দেখত। এখন মানুষ নিজের মোবাইল, ল্যাপটপ বা টিভিতে একা নিজের পছন্দমতো সিরিজ দেখে। একসঙ্গে অনেক এপিসোড দেখার অভ্যাস, অর্থাৎ 'বিঞ্জ ওয়াচিং', এখন খুব সাধারণ হয়ে গেছে। এর ফলে দর্শক বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে। তবে পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেখার অভ্যাস কিছুটা কমেছে। একই সঙ্গে গল্প বলার ধরনও বদলেছে। এখন সিরিজে দীর্ঘ গল্প, জটিল চরিত্র এবং ধীরে চরিত্রের বিকাশ দেখানো সম্ভব হচ্ছে। দুই বা আড়াই ঘণ্টার সিনেমায় যা সবসময় সম্ভব নয়, ওটিটি সিরিজে তা সহজে করা যায়। তাই ওটিটির পরিবর্তন শুধু প্রযুক্তিগত নয়। এটি আমাদের সময় কাটানোর ধরন, ব্যক্তিগত জীবন, বিনোদনের অভ্যাস এবং গল্প দেখার রুচিকেও নতুনভাবে বদলে দিচ্ছে।

২

প্রতিনিধিত্বের নতুন ধারা: জাতি, শ্রেণি ও লিঙ্গ

ওটিটির একটি বড় সাংস্কৃতিক অবদান হল—এটি গল্প বলার পরিসর অনেক বড় করেছে। আগে মূলধারার বলিউডে বেশিরভাগ সময় শহুরে, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু ওটিটি সেই সীমা ভেঙে গ্রামের মানুষ, প্রান্তিক সমাজ, নানা শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। 'পঞ্চায়েত' সিরিজটি এর ভালো উদাহরণ। উত্তরপ্রদেশের একটি কাল্পনিক গ্রাম ফুলেরার গল্পের মাধ্যমে এখানে গ্রামীণ জীবন, পঞ্চায়েত রাজনীতি এবং মানুষের সহজ সম্পর্ক সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। একজন শহুরে তরুণ গ্রামের চাকরিতে এসে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, তার মধ্য দিয়ে শহর ও গ্রামের পার্থক্যও বোঝানো হয়েছে। সিরিজটি এত জনপ্রিয় হয়েছে যে এর পঞ্চম মরশুমও ঘোষণা করা হয়েছে।[৫] 'পাতাল লোক' সিরিজে সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণির বিভাজনকে পৌরাণিক রূপকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। একজন পুলিশ অফিসারের তদন্তের মাধ্যমে জাতি, শ্রেণি, দুর্নীতি, ক্ষমতা এবং সমাজের অন্ধকার দিকগুলি সামনে আসে। দ্বিতীয় মরশুমে নাগাল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপড়েন দেখিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক কণ্ঠকেও জাতীয় আলোচনায় আনা হয়েছে। লিঙ্গ বা নারী-প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও ওটিটি নতুন দিক খুলেছে। 'হীরামন্ডি' সিরিজে লাহোরের বাইজি-সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিক সময়ের এক বিশেষ জগৎ দেখানো হয়েছে। এখানে নারী চরিত্রদের ক্ষমতা, প্রেম, সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' সিরিজে একজন গোয়েন্দা অফিসারের কাজের চাপ এবং পারিবারিক জীবনের টানাপড়েন বাস্তবভাবে দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় মধ্যবিত্ত পুরুষের জীবন ও মানসিকতাও নতুনভাবে বোঝা যায়।[৫]

এই উদাহরণগুলি দেখায় যে ওটিটি গল্প বলার একটি নতুন ভাষা তৈরি করেছে। এখানে নায়ক সবসময় নিখুঁত নয়। গল্প সবসময় শহরকেন্দ্রিক নয়। ভালো-মন্দের ধারণাও সবসময় সরল নয়। 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট'-এর মতো

সিরিজ তিহার জেলের কঠিন বাস্তবতাকে সামনে এনে ভারতীয় সমাজের অস্বস্তিকর দিকগুলিও দেখাচ্ছে।[৪] ওটিটি শুধু গল্পের বিষয়বস্তু নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে। 'স্ক্যাম ১৯৯২'-এ গুজরাটি মিশ্রিত সংলাপ এবং 'মির্জাপুর'-এ ভোজপুরি-অওধি টানের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আগে মূলধারার সিনেমায় সাধারণত প্রমিত হিন্দির ব্যবহার বেশি ছিল। কিন্তু ওটিটি আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা এবং কথ্য ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে দর্শক শুধু গল্পই দেখেন না, সেই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি এবং পরিবেশও অনুভব করতে পারেন।

৩

আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব

ওটিটির আরেকটি বড় দিক হল আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'হৈচৈ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম যা ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে আজ একশোরও বেশি দেশে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছেছে।[৩] নেটফ্লিক্সের মতো অনেক ভাষার কনটেন্ট না করে, হৈচৈ মূলত বাংলা ভাষাকেই কেন্দ্র করেছে। তাদের অনেক মৌলিক সিরিজ এবং বাংলা সিনেমার সংগ্রহ আছে। এর আয়ের বড় অংশ আসে বিদেশে থাকা বাঙালি দর্শকদের কাছ থেকেও।[৬] এটি প্রমাণ করে যে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিচয় এখনও খুব শক্তিশালী। বিশ্বায়নের যুগেও মানুষ নিজের ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। বাংলা ওটিটিতে এখন স্থানীয় লোকবিশ্বাস, সামাজিক সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতা বেশি দেখা যাচ্ছে। ২০২৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডাইনি' সিরিজে গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজে ডাইনি-অপবাদ, কুসংস্কার এবং নারী-নির্যাতনের বাস্তবতা দেখানো হয়েছে। আবার 'ভোগ' সিরিজে অলৌকিক রহস্যের সঙ্গে লোকধর্ম, প্রতিমা-ভাবনা এবং মানুষের মনের অন্ধকার দিক মিশে গেছে।[৭] ফেলুদা ও ব্যোমকেশের মতো জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্রগুলিও ওটিটির মাধ্যমে নতুনভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে বাঙালির সাহিত্য-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি নতুন প্রজন্মের কাছেও পরিচিত হচ্ছে।

এইসব সিরিজ দেখায় যে আঞ্চলিক ওটিটি শুধু ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখছে না। এটি একটি সমাজের লোকবিশ্বাস, ইতিহাস, ভয়, সমস্যা এবং সংস্কৃতিকেও নতুনভাবে তুলে ধরছে। তাই ওটিটি শুধু বিশ্বমুখী নয়, নিজের শিকড়ের দিকেও মনোযোগী। বাংলা সিরিজ এখন হিন্দি বা অন্য ভাষায় ডাবিংয়ের মাধ্যমে আরও বড় দর্শকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে অবাঙালি দর্শকরাও বাংলার লোকজীবন, সংস্কৃতি এবং অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। আবার বিদেশে থাকা বাঙালিদের কাছে এই সিরিজগুলি মাতৃভাষা ও শিকড়ের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক তৈরি করছে। তাই আঞ্চলিক পরিচয় এখানে সংকীর্ণ নয়; বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কথোপকথনের পথ খুলে দিচ্ছে।

৪

সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, বিশ্বায়ন ও কোমল শক্তি

ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত করেছে। একদিকে বিদেশি সিরিজ ও সিনেমা ভারতীয় দর্শকের পোশাক, ভাষা, খাবার, জীবনযাপন এবং ভাবনায় প্রভাব ফেলছে। তরুণ প্রজন্ম বিদেশি গল্প বলার ধরন, পোশাক ও মূল্যবোধের সঙ্গে দ্রুত পরিচিত হচ্ছে। কেউ এটিকে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি মনে করেন, আবার কেউ মনে করেন এতে নিজের সংস্কৃতি ও পরিচয় নিয়ে সংকট তৈরি হতে পারে।[২]

অন্যদিকে ভারতীয় কনটেন্টও বিশ্বমঞ্চে গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারতীয় সিনেমা ও সিরিজ এখন বিশ্বের বহু দেশে দেখা হচ্ছে। এটি ভারতের 'কোমল শক্তি' বা সাংস্কৃতিক প্রভাব বাড়াচ্ছে। কোমল শক্তি বলতে বোঝায়—সংস্কৃতি, আকর্ষণ এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে অন্য দেশের মানুষের উপর প্রভাব তৈরি করা। এখানে 'গ্লোকালাইজেশন' ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল—বিশ্বমঞ্চে স্থানীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব পাওয়া। যেমন, হৈচৈ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সফল হয়েছে। আবার 'হীরামন্ডি' নেটফ্লিক্সের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছে। এর মানে ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু পশ্চিমি ধাঁচে বদলে দিচ্ছে না। বরং স্থানীয় সংস্কৃতি এবং বিশ্বসংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের আদান-প্রদান তৈরি করছে।[১] আগে অনেকের ধারণা ছিল, পশ্চিমি গণমাধ্যম তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে। কিন্তু ওটিটি যুগে বিষয়টি এত সরল নয়। এখন দর্শক শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে কনটেন্ট গ্রহণ করেন না। তিনি নিজের সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেটিকে বোঝেন, গ্রহণ করেন বা প্রত্যাখ্যান করেন। এখন কনটেন্টের প্রবাহ শুধু পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে নয়। কোরিয়ান, স্প্যানিশ, তুর্কি এবং ভারতীয় সিরিজও বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি এখন শুধু গ্রহণকারী নয়, বিশ্বসংস্কৃতির কাছে দেওয়ার মতো বিষয়ও তৈরি করছে। এই কারণে ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে একসঙ্গে গ্রহণকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী—দুই ভূমিকাতেই তুলে ধরছে।

৫

বিতর্ক, নিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতার প্রশ্ন

তবে ওটিটির এই পরিবর্তন পুরোপুরি সমস্যাহীন নয়। একদিকে ওটিটি নির্মাতাদের বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে। তারা নতুন বিষয়, বাস্তব সমস্যা এবং সাহসী গল্প তুলে ধরতে পারছেন। কিন্তু অন্যদিকে কিছু বিষয় নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। অনেক সমালোচকের মতে, কিছু ওটিটি সিরিজে 'সাহসী কনটেন্ট'-এর নামে অতিরিক্ত যৌনতা, হিংসা বা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয় দেখানো হয়। এর ফলে কিশোর ও তরুণ দর্শকের উপর কী প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেক গবেষক মনে করেন, এর ফলে প্রথাগত পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধও কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। বিভিন্ন সময়ে কিছু সিরিজ বিতর্কেও জড়িয়েছে। যেমন, 'পাতাল লোক' নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উপস্থাপনা নিয়ে সমালোচিত হয়েছে। 'আইসি ৮১৪: দ্য কান্দাহার হাইজ্যাক' ধর্মীয় চরিত্রায়ণ ও ইতিহাস দেখানোর ধরন নিয়ে বিতর্কে পড়েছে। আবার 'হীরামন্ডি' সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা নিয়ে নানা মতামতের জন্ম দিয়েছে।[৯] এই কারণেই ভারত সরকার ওটিটি নিয়ন্ত্রণের দিকে ধীরে এগিয়েছে। ২০২১ সালে ওটিটির জন্য স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরে কিছু প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে অশ্লীল কনটেন্টের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খসড়া আইনের কথাও ওঠে।[১০]

এখানেই একটি বড় প্রশ্ন সামনে আসে—সৃজনশীল স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রাখা যাবে? অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করলে শিল্পীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমে যেতে পারে। আবার একেবারে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সমাজের সংবেদনশীলতা এবং সম্প্রীতি আঘাত পেতে পারে। তাই একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শিল্পীর স্বাধীনতা এবং দর্শকের বিচারবোধ—দুটিকেই গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ওটিটি নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন শুধু কনটেন্টে সীমাবদ্ধ নয়। দেখার অভ্যাসও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে একটানা সিরিজ দেখা, অর্থাৎ 'বিঞ্জ ওয়াচিং', ঘুম, মনোযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনের রুটিনে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সময় ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক মেলামেশার ধরন এতে বদলে যাচ্ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'ডিজিটাল

বিভাজন'। শহরের অনেক মানুষ সহজে দ্রুত ইন্টারনেট ও ভালো ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু গ্রামীণ এলাকা বা কম আয়ের অনেক মানুষের কাছে এই সুবিধা এখনও সহজলভ্য নয়। ফলে সবাই সমানভাবে ওটিটির সাংস্কৃতিক জগতে অংশ নিতে পারছেন না। তাই ওটিটির ভবিষ্যৎ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে—নির্মাতার সৃজনশীল দায়িত্ব, প্ল্যাটফর্মের ব্যবসায়িক ও নৈতিক সিদ্ধান্ত, এবং দর্শকের সচেতনভাবে কনটেন্ট গ্রহণ করার ক্ষমতা।

৬

উপসংহার

সব মিলিয়ে বলা যায়, ওটিটি ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য একই সঙ্গে সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। একদিকে এটি আঞ্চলিক ভাষা, প্রান্তিক মানুষের কথা, লোকজ ঐতিহ্য এবং জটিল সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে আনার সুযোগ দিয়েছে। 'পঞ্চায়েত'-এর গ্রামীণ জীবন, 'পাতাল লোক'-এর শ্রেণি-বিশ্লেষণ এবং 'ডাইনি'-র লোকজ সমাজবাস্তবতা তার ভালো উদাহরণ। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, বাণিজ্যিক চাপ এবং নিয়ন্ত্রণহীন কনটেন্ট ভারতীয় মূল্যবোধ ও পরিচয়ের সামনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। তাই ওটিটিকে শুধু সংস্কৃতির রক্ষক বা সংস্কৃতির ক্ষতিকারক হিসেবে দেখা ঠিক নয়। ওটিটি আসলে একটি চলমান আলোচনার ক্ষেত্র। এখানে ভারতীয় সমাজ নিজের পরিচয়, স্মৃতি, সমস্যা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে নতুনভাবে দেখছে ও বিচার করছে। এই পরিবর্তনকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যীকরণ বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা ঠিক হবে না। ওটিটি এমন একটি জায়গা, যেখানে বিশ্বসংস্কৃতি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি এখানে যেমন বাইরের প্রভাব গ্রহণ করছে, তেমনই নিজেও বিশ্বকে প্রভাবিত করছে।

ভবিষ্যতে ওটিটির সাংস্কৃতিক দিক কোন পথে যাবে, তা নির্ভর করবে নির্মাতাদের দায়িত্ববোধ, দর্শকদের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রের ভারসাম্যপূর্ণ নীতির উপর। তাই ওটিটি নিয়ে আরও গবেষণা দরকার। কারণ সংস্কৃতি কোনো স্থির বিষয় নয়। এটি সময়ের সঙ্গে বদলায়। ডিজিটাল যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই নতুন গঠনকে ভয়ের চোখে নয়, বরং সতর্ক ও খোলা মনে দেখা দরকার।

References:

1. IMPRI Impact and Policy Research Institute. "India's Cultural Diplomacy in the Digital Age: OTT Platforms, AI Translation, and Soft Power." IMPRI, 2025.
2. Lagashetti, Priyanka C., and R. B. Chincholkar. "Driving Cultural Hybridization: The Influence of OTT Platforms in India Creating Cultural Hybridity." Journal of Communication and Management, vol. 4, no. Spl, 2025, pp. 45–49.
3. Mehta, Viniit. "The Regional OTT Playbook 2025 (Part 1)." The Streaming Lab, 2025.
4. "10 Web Series of 2025 Redefining Indian OTT." Awaz The Voice, 31 Dec. 2025.
5. "Most Anticipated Web Series of 2026: Panchayat Season 5 to Heeramandi Season 2." Zee News, 2025.
6. "Hoichoi Content Acquisition Strategy Guide." Vitrina, 26 Feb. 2026.
7. "Prosenjit Chatterjee, Dev Headline SVF and Hoichoi's Content Slate for 2025–26." Variety, 17 Mar. 2025.
8. Kumari, Punam, et al. "The Role of OTT Platforms in Influencing the Social and Ethical

Values of the Society." Educational Administration: Theory and Practice, vol. 30, no. 5, 2024, pp. 5266–5276.
9. "From IC 814, Paatal Lok, to Heeramandi: Web Shows That Stoked Controversies." NewsMobile, 4 Sept. 2024.
10. "When Entertainment Gets Weaponized against Cultural Norms: India's OTT Challenge." Stop Hindu Dvesha, 24 Apr. 2025.

Bibliography:

1. "10 Web Series of 2025 Redefining Indian OTT." Awaz The Voice, 31 Dec. 2025.
2. "From IC 814, Paatal Lok, to Heeramandi: Web Shows That Stoked Controversies." NewsMobile, 4 Sept. 2024.
3. "Hoichoi Content Acquisition Strategy Guide." Vitrina, 26 Feb. 2026.
4. IMPRI Impact and Policy Research Institute. "India's Cultural Diplomacy in the Digital Age: OTT Platforms, AI Translation, and Soft Power." IMPRI, 2025.
5. Kumari, Punam, et al. "The Role of OTT Platforms in Influencing the Social and Ethical Values of the Society." Educational Administration: Theory and Practice, vol. 30, no. 5, 2024, pp. 5266–5276.
6. Lagashetti, Priyanka C., and R. B. Chincholkar. "Driving Cultural Hybridization: The Influence of OTT Platforms in India Creating Cultural Hybridity." Journal of Communication and Management, vol. 4, no. Spl, 2025, pp. 45–49.
7. Mehta, Viniit. "The Regional OTT Playbook 2025 (Part 1)." The Streaming Lab, 2025.
8. "Most Anticipated Web Series of 2026: Panchayat Season 5 to Heeramandi Season 2." Zee News, 2025.
9. Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs, 2004.
10. "Prosenjit Chatterjee, Dev Headline SVF and Hoichoi's Content Slate for 2025–26." Variety, 17 Mar. 2025.
11. "When Entertainment Gets Weaponized against Cultural Norms: India's OTT Challenge." Stop Hindu Dvesha, 24 Apr. 2025